তারিখ ... 06 SEP 2017 ...
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৩ ...

প্রথম আলো

কারিগরি শিক্ষার বিকল্প নেই

আইয়ুব আহমেদ দুলাল

বাজার করতে গেলে টাকা লাগে। সেই টাকা রোজগার করা বড়ই কঠিন। কঠিনেরে জয় করার পর বাজার করা, রান্নার সামগ্রী কেটেকুটে গোজগাছ করা, চুলোয় রান্না করা এবং অবশেষে আরামে বসে খাওয়া-দাওয়া— এসব প্রক্রিয়ার মধ্যে একটা ধারাবাহিকতা রয়েছে। শুরুটা কঠিন, তারপর ক্রমান্বয়ে সহজভাবে খাদ্য গ্রহণ পর্ব। শিক্ষাজীবনটাও তেমনি। শুরুটা বড়ই কঠিন। স্কুল-কলেজ পাস করে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের নিমিত্তে ভালো কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হতে পারা রীতিমতো সংগ্রামমুখর। ভর্তি জটিলতা দূর হওয়ার পর নিশ্চিন্তে লেখাপড়া করা ও পাস করে বের হওয়া খুব কঠিন বিষয় নয়। তারপর উপযুক্ত জায়গায় চাকরি জুটিয়ে কাজকর্ম করা উন্নত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়ার মতো কঠিন বাস্তবতার চেয়ে অনেক সহজ বৈকি। কিছুদিন কাজ করার পর দেখা যাবে, কাজটি পানির মতোই স্বচ্ছ ও সহজ হয়ে ধরা দিয়েছে। কাজেই প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ যত ঝামেলা, বাস্তবটা অত কঠিন নয়, যদি সেই প্রচেষ্টা থাকে এবং দক্ষতা অর্জন করা যায়।

প্রায় দেড় যুগের মতো হল প্রবাসে আছি। কত গাউস-কুতুব দেখলাম। অল্প বয়সী পোলাপান মাধ্যমিক পাস করে ডিপ্লোমা কমপ্লিট করে এসে ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার দম্ভ দেখায়। মাস শেষে একগাদা মাইনে পকেটে পুরে। অথচ ঠিকমতো ইংরেজিতে একটি চিঠিও লিখতে জানে না। ভালোমতো ইংরেজি বলতেও পারে না। শিষ্টাচার বলতে ওই আর কী, জাস্ট চলে যাচ্ছে। কিছু সিনিয়র পদের লোক ছাড়া বেশির ভাগ ইঞ্জিনিয়ারই ডিপ্লোমা করা। এর মধ্যে কেউ কেউ রয়েছে ভুয়া। যেমন— প্রথমে এসেছে লেবার পদে, এক বছর কাজ করার পর চুক্তি নবায়ন না করে ফিরে গেছে। দ্বিতীয়বার এসেছে ফোরম্যান হয়ে। সেবারও চুক্তি সম্পন্ন না করে নিজ দেশে ফিরে গেছে। সেখান থেকে ভুয়া একটা সনদ সংগ্রহ করে তৃতীয়বার এসেছে সরাসরি ইঞ্জিনিয়ার পদে। তার মানে, তার এক একটি বছর কতটা গভীরে পৌঁছে গিয়ে, কতটা সাধনা করে, সাগরের তলদেশ থেকে মুক্তা তুলে এনে নিজের লক্ষ্য পূরণ করেছে! কতটা সাহসী, বিচক্ষণ ও দক্ষ হলে এমন শিক্ষা অর্জন করা যায়— বিবেচনার বিষয়। বিশ্বায়নের এই যুগে প্রযুক্তি বা ইনফরমেশন টেকনোলজি তো হাতের কাছেই রয়েছে। আজকাল অনলাইনের মাধ্যমেও বিদ্যা অর্জন করা যায়। কর্মজীবনে এমন অনেককে দেখেছি, যাদের বেশিরভাগই ফিলিপিনো। কথায় বলে, বুদ্ধি থাকলে ঘরজামাই থেকেও আরেকটা বিয়ে করা যায়। এসব ইঞ্জিনিয়ার হল অপ্রাতিষ্ঠানিক ছাত্র, কিন্তু জ্ঞানলব্ধ ও বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন, দিব্যি কাজ

করে যাচ্ছে। অথচ বাংলাদেশি মানুষের বুদ্ধি বেশি। কিন্তু তারা সেটাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করতে পারে না কিংবা জানে না অথবা বোঝে না বা বোঝেও বোঝে না। কিন্তু অপকর্ম বা অপপ্রয়োগের ক্ষেত্রে ওস্তাদ। যতরকম দুই নম্বরি কারবার আছে, তারা তাদের বুদ্ধি ঠিক ওইখানেই খাটায়। কেমন করে প্রতিবেশী বাংলাদেশির বারোটা বাজাবে, কিভাবে দুই নম্বরি পাসপোর্ট বানাবে, ইকামা বানাবে কিংবা চেম্বার অব কমার্স'এর সিল নকল করবে— এসব নিয়ে তারা ভাবে! গঠনমূলক কোনো কাজে বুদ্ধি ব্যয় করে না। সম্প্রতি বাংলাদেশি একজনকে পেলাম সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, পরিচিত হয়ে খুব ভালো লাগল। তিনি আইএ পাস, কিন্তু সৌদিতে এসে ইন্টানেটে কোর্স করে ডিপ্লোমা নিয়েছেন। বর্তমানে বেশ সম্মানের সঙ্গে সন্তোষজনক বেতনে চাকরি করেন। প্রসঙ্গক্রমে এ দৃষ্টান্তটা তুলে ধরলাম।

প্রযুক্তিনির্ভর বিশ্বায়নের এই যুগে কারিগরি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। ছেলেমেয়েরা শুধু শুধু সাধারণ শিক্ষার পেছনে ছুটে বেড়ায়, সময় নষ্ট করে, পরে হা-হুতাশ ছাড়া আর কিছুই পায় না। কর্মজীবনের বাস্তব চিত্র দেখে মাঝে মাঝে ভাবি, হুদাই সাতাশটা বছর সাধারণ শিক্ষার পেছনে ব্যয় করেছি। কী লাভ হয়েছে? শিক্ষিত কী হতে পেরেছি? এই প্রশ্নটা জোরালোভাবে অনুভূতির পাতলা পর্দা ছেদ করে দেয়, যখন দেখি— মাধ্যমিক পাস করা একজন ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার আমার মতো চারটা মোটা কাগজের সনদধারীর ওপর টেক্কা মারতে আসে। তখন জীবনের সব ভুলগুলো এক এক করে সামনে এসে দেয়াল হয়ে দাঁড়ায়। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, পলিটেকনিক্যাল কলেজের বারান্দা থেকে আমরা পাঁচ বন্ধু ফিরে এসে ডিগ্রি কলেজে ভর্তি হয়েছিলাম। বয়স আর কতই ছিল, বুঝতে পারলে হয়তো অমনটি করতাম না। পেছনে গাইডও ছিল না। কারণ আমার স্বল্পশিক্ষিত বাবা তখন কোনো পরামর্শ দিতে পারেননি। আজ যখন জুনিয়রদের এমন পরামর্শ দেই, কারিগরি শিক্ষার কথা বলি, তখন 'অতীতের পাঁচবন্ধু'র মতো তারাও পরামর্শ উপেক্ষা করে, পাত্তা দেয় না। অথচ ছোট্ট এই জীবনে হুদাই সাধারণ শিক্ষার পেছনে ছোটাছুটি, দৌড়ঝাঁপ, সময় নষ্ট ছাড়া কিছুই নয়। এনালগ যুগের কথা বাদ, বর্তমান পৃথিবীটা প্রযুক্তিনির্ভর। এ যুগে কারিগরি শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই।

রায়পুর, লক্ষ্মীপুর
ayubahmedd@gmail.com